দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 SEP 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

38

ঢাকা ভার্সিটির পরীক্ষায় খাতা দেখতে দেরী করলে—

(স্টাফ রিপোর্টার)

এখন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে কোন শিক্ষক অযথা সময় ব্যয় করলে তার নাম সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার করা হবে। সম্প্রতি একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সেসন জট নিরসন এবং ঠিক সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশের স্বার্থে এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিও ঢেলে সাজানোর চিন্তাভাবনা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের বদলে বিভাগগুলোর হাতে এ ক্ষমতা তুলে দেবার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল এখন বিবেচনা করছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে: সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভার ৪৪ নং আলোচ্য সূচীর উপরোক্ত প্রস্তাবটি নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হয়। কয়েকজন শিক্ষক এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করে অভিমত দেন যে বিভাগগুলোর মাধ্যমে

(...র পৃঃ ...)

ঢাকা ভার্সিটি

(১-এর পৃঃ পর)

পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে অনেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং ছাত্রদের প্রেসার কখনো কখনো পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব ফেলবে। আবার কয়েকজন উল্লেখ করেন যে বিভাগগুলোর মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে সহজভাবে এবং ঠিক সময়ে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক অনুষদে পরীক্ষা গ্রহণ বিভাগগুলোর মাধ্যমেই হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসন জট নিরসন ও পঠন পাঠন প্রক্রিয়া নিয়মিত করার ব্যাপারে সাপ্তাহিক বিচিত্রার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মান্নান এ পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।

ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ারও প্রস্তাব দিয়েছেন। জানা গেছে: গত সোমবার তার নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ ব্যাপারটি চ্যান্সেলরকে অবহিত করেন এবং সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে তার চিন্তার কথা জানান।